নরোত্তম করিয়াছে বৈষ্ণব বন্দনা।
কালিদাসে দেখায়েছে তাহার নিশানা।।
কায়স্থ কুলেতে জন্ম রায় রামানন্দ।
তাঁর ঠাঁই কৃষ্ণপ্রেম পাইয়া আনন্দ।।
যুগল মধুর প্রেম করিল প্রকাশ।
রঘুনাথের খুল্লতাত নাম কালিদাস।।
বন্দি সেই কালিদাস রঘুনাথের খুড়া।
বৈষ্ণবের শিরোমণি খাইলা যেই বুড়া।।
বৈষ্ণবের শিরোমণি ঝড়ু ভুঁইমালী।
য পথে হাটিতে কালিদাস মাখে ধূলি।।
উচ্ছিষ্ট খাইতে সাধু পলাইয়া রয়।
ঝড়ুর রমণী যবে উচ্ছিষ্ট ফেলায়।।
কলার ডোঙ্গায় সাধু পেয়ে আম্র আঁটি।
'বৈষ্ণব প্রসাদ' বলে করে চাটাচাটি।।
প্রভুর নিকটে গিয়া বলে 'হরিবোল'।
অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু ধরে দিল কোল।।
'অদ্য হ'লে বৈষ্ণবের প্রসাদ ভাজন।
তুমি কালিদাস মোর জীবনের ধন'।।
ব্রহ্মবংশে জন্মিয়া গৌরাঙ্গ ভগবান।
যবন ব্রাহ্মণ সব করিলা সমান।।
রায় রামানন্দে বলে প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কর্মী-জ্ঞানী মাতাইব নীচ শূদ্র দিয়া।।
বাদশাহের উজীর ছিল দুটি ভাই।
রামকেলী গ্রামে গেল গৌরাঙ্গের ঠাঁই।।
বাহু প্রসারিয়া প্রভু দিল আলিঙ্গন।
তারা বলে 'মোরা হই অস্পৃশ্য যবন।।
নীচকূলে জন্মি মোরা করি নীচ কাজ।
মোদের স্পর্শিলে হরি লোকে দিবে লাজ'।।
চৈতন্য চরিতামৃতে আছয়ে প্রকাশ।
সাকর মল্লিক আর নাম দবিরখাস।।
ভাগবতে নাম রূপ সাকর মল্লিক।
দবিরখাস সনাতন পরম নৈষ্ঠিক।।
প্রভু বলে 'যুগে যুগে' ভক্ত দুইজন।
আজ হ'তে নাম হ'ল রূপ সনাতন।।
অবতার যখন হলেন শ্রীনিবাস।
নিত্যানন্দ হইলেন নরোত্তম দাস।।
কায়স্থ শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত খেতরিতে।
তার পুত্র নরোত্তম ব্যক্ত এ জগতে।।
সেই নরোত্তম শিষ্য দুই মহামতি।
এক শাখা গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী।।
আর শাখা চক্রবর্তী রামনারায়ণ।
শূদ্রের হইল শিষ্য দু'জন ব্রাহ্মণ।।
"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা স্তেহপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যেন ভক্তা জনার্দ্দনে'।।"

তথা

"চণ্ডালোহপি মুনিশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ।।"

পাষণ্ডদলনে আছে বহুৎ প্রমাণ।
ভক্ত হ'লে প্রভু তার বাড়ান সম্মান।।
আর তো প্রমাণ এক রাম অবতারে।
রামকার্য্য করে সব ভল্লুক বানরে।।
কিবা জাতি কিবা কুল রাখাল ভূপাল।
শ্রীরামের মিত্র কপি রাক্ষস চণ্ডাল।।
নীচকুল ভক্তগুণে করিল পবিত্র।
এ লীলায় হৈল প্রভু যশোবন্ত-পুত্র।।
অনেক কারণে হ'ল এই অবতার।
জীবের উপায়-শূন্য গতি নাহি আর।।
সুযুক্তি বিধানে প্রভু অবতীর্ণ হ'ল।
হরিচাঁদ নামে যত ভক্তে শিক্ষা দিল।।
ভক্তি অঙ্গ জানাইতে নাম হরিদাস।
আপনা-আপনি লীলা করেন প্রকাশ।।
করিবে গার্হস্থ্য ধর্ম ল'য়ে নিজ নারী।
গৃহে থেকে ন্যাসী বানপ্রস্থী ব্রহ্মচারী।।